**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**তথ্য অধিদফতর**
**বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা**
www.pressinform.gov.bd

নং-সক/বিশি/০১ তারিখ : ২৯.১১.২০২৩ খ্রি.

প্রতি

বাতা সম্পাদক
প্রধান প্রতিবেদক/ প্রধান বার্তা সম্পাদক/ ঢাকা ব্যুরো চিফ/ সংবাদদাতা
প্রিন্ট এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল/সংবাদসংস্থা

**বিষয় : প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে শ্রম ও র্কমসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিবাদ**

উপর্যুক্ত বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যাটি (সংযুক্ত) যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

২৯/১১/২৩

(মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ভূঁঞা)
উপপ্রধান তথ্য অফিসার
ও
ডিউটি অফিসার
সংবাদকক্ষ, সকালের পালা
ফোন ঃ ৯৫১৪৯৮৮, ৯৫১২২৪৬

**সংযুক্তি :** প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদের অনুলিপি।

# শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে ভিত্তিহীন প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা

গত ২৮ নভেম্বর জাতীয় কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর মনোনয়ন না পাওয়া নিয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন এবং মনগড়া তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। যা আদৌ বস্তুনিষ্ঠ নয়। প্রতিবেদনগুলো অপব্যাখ্যার শামিল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রকৃত পক্ষে ভৈরব নদের তীর ঘেঁষা খালিশপুর, দৌলতপুর ও খানজাহান আলী থানা নিয়ে গঠিত খুলনা-৩ সংসদীয় আসনটি শিল্পাঞ্চল হিসাবে পরিচিত। এখানে অনেক কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে মন্নুজান সুফিয়ান সাধারণ মানুষের মাঝে বেশ জনপ্রিয় অবস্থান অর্জন করেছেন। শ্রমিক রাজনীতিতে খুলনার মন্নুজান সারা বাংলাদেশেই দলের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। আওয়ামীলীগ সরকারের গত তিন মেয়াদে শ্রম প্রতিমন্ত্রীসহ সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকাকালে শ্রমিক শ্রেণি ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সেবা করে আরো সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছেন।

অপর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৮ সাল থেকে টানা ১৫ বছর খুলনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। ২০০৮ ও ১৮ সালের সরকারে দুই দফায় দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর। সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই নেত্রীকে ডুবিয়েছেন তাঁর ভাই, ভাতিজি ও দলের কিছু নেতা। প্রকৃত পক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর ভাই সাহাবুদ্দিন আহমেদকে একান্ত সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু সহকারী একান্ত সচিবকে নিয়ে নিয়োগ, পদোন্নতি ও দরপত্রে হস্তক্ষেপ করেছেন বলে যে প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য। এমনকি প্রতিমন্ত্রী তাঁর কোন আত্মীয়স্বজনকে মন্ত্রণালয় ও এলাকার উন্নয়ন কাজে আইনবর্হিভূতভাবে হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ দেননি। প্রকাশিত সংবাদটি একপেশে এবং আদৌ বস্তুনিষ্ঠ নয়।

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর গৌরবময় পারিবারিক ঐতিহ্য এবং বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনকে অহেতুক প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং প্রশংসার বদলে সমালোচনার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংবাদটি প্রকাশ করা হয়েছে, যা দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত।

২৯/১১/১৮

(এ কে এম ফেরদৌস)
তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
ইমেইল- razlokkhi7@gmail.com
মোবা : ০১৫৫৭৭৪২৯৬৭

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক সমকাল ঢাকা।
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 28 NOV 2023

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০
www.pressinform.gov.bd

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

# যে কারণে বাদ প্রতিমন্ত্রী হুইপ ও সংসদ সদস্য

■ খুলনা ব্যুরো

খুলনার ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে তিনটিতে মনোনয়ন বঞ্চিত হয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্যরা। এর মধ্যে আছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের হুইপও। কী কারণে বাদ পড়লেন তারা, এ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে নেতাকর্মীর মাঝে। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পরিবারের সদস্যদের বেপরোয়া আচরণ, ঘনিষ্ঠজনদের অনিয়ম-দুর্নীতি, নেতাকর্মীর সঙ্গে দূরত্বসহ নানা কারণে মনোনয়ন বঞ্চিত হয়েছেন তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খুলনা-১ আসনে ক্ষমতাসীন দলের এমপি পঞ্চানন বিশ্বাস বর্তমান সংসদের হুইপ। চারবারের এই সংসদ সদস্য এলাকায় ক্লিন ইমেজের অধিকারী। বয়সজনিত কারণে দীর্ঘদিন অসুস্থ। এলাকায় তাঁর প্রভাব নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে পঞ্চানন বিশ্বাস বলেন, আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ নই। কেন বাদ পড়েছি আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমি মাথা পেতে নিয়েছি।

২০০৮ সাল থেকে টানা ১৫ বছর খুলনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। ২০০৮ ও ১৮ সালের সরকারে দুই দফায় দায়িত্ব পেয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর। সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই নেত্রীকে ডুবিয়েছেন তাঁর ভাই, ভাতিজি ও দলের কিছু নেতা।

স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মন্নুজান সুফিয়ানের আপন ভাই সাহাবুদ্দিন আহমেদকে নিজের একান্ত সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন। সাহাবুদ্দিন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ দেন তাঁর মেয়েকে। তাঁর জামাইও চাকরি করেন একই মন্ত্রণালয়ে। এর পর বাবা-মেয়ে এবং জামাই মিলে

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান

পঞ্চানন বিশ্বাস

শ্রম মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, পদোন্নতি, দরপত্র ভাগবাটোয়ারার সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন। এ নিয়ে একাধিকবার জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। ১৫ বছরে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ নেতারা ফুলেফেঁপে উঠেছেন। ঠিক তেমননি বঞ্চিত দলের পোড় খাওয়া নেতারা। বক্তব্য জানতে মন্নুজানের নম্বররে একাধিকবার কল দিলেও ধরেননি।

২০১৮ সালের নির্বাচনে খুলনা-৬ আসনে মনোনয়ন পেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আখতারুজ্জামান বাবু। কিন্তু পাঁচ বছরে ঠিকাদারি, বাঁধ নির্মাণে অনিয়ম, দলের মধ্যে পৃথক বলয় তৈরিসহ নানা অভিযোগ উঠতে শুরু করে তাঁর বিরুদ্ধে। এই সময়ে তাঁর সম্পদও ফুলেফেঁপে উঠেছে।

স্থানীয়রা বলেন, নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে নেতাদের সঙ্গে বাবুর দূরত্ব বাড়তে থাকে। তিনি যে এবার মনোনয়ন পাবেন না, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আলোচনা চলছিল। এ ব্যাপারে আখতারুজ্জামান বাবু বলেন, হয়তো আমার কোনো ত্রুটি নেত্রীর কাছে ধরা পড়েছে। এ জন্য তিনি আমাকে বাদ দিয়েছেন। এটাকে আমি সংশোধনের সুযোগ হিসেবে দেখছি। দলের সঙ্গেই আছি।

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম :

প্রকাশনার স্থান :

তারিখ : ১৬ NOV 2023

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০
www.pressinform.gov.bd

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

# মনোনয়নে চমক খুলনায়

সামছুজ্জামান শাহীন, খুলনা

বিতর্কিত ভূমিকার কারণে খুলনা-১ আসনে (কয়রা-পাইকগাছা) এক দিন আগেও আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকদের ধারণায় ছিল বর্তমান সংসদ সদস্য আক্তারুজ্জামান বাবু দলীয় মনোনয়ন পাচ্ছেন না। কর্মী-সমর্থকদের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। এই আসনে মনোনয়ন পাওয়া মো. রশীদুজ্জামানকে নিয়েও হিসাব মিলাতে পারছেন না কর্মী-সমর্থকরা। আওয়ামী লীগ নেতা মো. রশীদুজ্জামান পাইকগাছার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও লবণ ঘের বিরোধী আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি মনোনয়ন দৌড়ে ছিলেন শেষ সারিতে।

একইভাবে খুলনা-৩ আসনে (দৌলতপুর-খালিশপুর-খানজাহান আলী থানা) বাদ পড়েছেন ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে পরপর তিনবারের সংসদ সদস্য ও বর্তমান শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান। লাপুটে এই নেতাকে হটিয়ে মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন। 'প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান কেন বাদ পড়লেন' এ নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। মন্নুজান সুফিয়ান দীর্ঘদিন শ্রমিক রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। নেত্রী থেকে সংসদ সদস্য ও সংসদ সদস্য থেকে মন্ত্রী হওয়ার পরও সাদাসিধা জীবনযাপন করেন। তারপরও নানা অনিয়ম,

## আলোচনায় খুলনার ছয়টি সংসদীয় আসন

নিয়োগ বাণিজ্য, অর্থ বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগে তিনি সমালোচিত হয়েছেন।

এদিকে মনোনয়ন না পাওয়ায় মন্নুজান সুফিয়ানের সমর্থকরা ক্ষুব্ধ হলেও সাধারণ নেতা-কর্মীর মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। এলাকায় অনেকেই মিষ্টি বিতরণ করেছেন। দৌলতপুর থানা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফারহানা জামান নিপু বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'প্রত্যাশা অনুযায়ী এস এম কামালকে নৌকা দেওয়ায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা আনন্দিত। এতে সাধারণ মানুষের মনের আশা পূরণ হয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অভিভাবক শেখ হেলালউদ্দীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

অপরদিকে খুলনা-১ আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য ছইপ পঞ্চানন বিশ্বাস বাদ পড়েছেন। তার বদলে নৌকা পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য নন্দী গোপাল মণ্ডল।

এর বাইরে খুলনা-২, ৪ ও ৫ আসনে পুরনো প্রার্থীতেই আস্থা রেখেছে আওয়ামী লীগ। খুলনা-২ আসনে আবারও মনোনয়ন পেয়েছেন বঙ্গবন্ধুর ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল। এছাড়া খুলনা-৪ আসনে আবদুস সালাম মুর্শেদী ও খুলনা-৫ আসনে ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ সালে পরপর তিনবারের হ্যাটট্রিক বিজয়ী সংসদ সদস্য নারায়ণ চন্দ্র চন্দ পুনরায় মনোনয়ন পেয়েছেন।

এদিকে সব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুজিত অধিকারী।